ভারতশিল্পে নবযুগের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীনন্দলাল বসু

আধুনিক ভারতশিল্পের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীবাবু। আরম্ভ করলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। তিনি বলতেন, আরম্ভের কারণটা অবশ্য বঙ্গভঙ্গ নয়। যাই হোক, অবনীবাবু বিদেশীপনাকে দেখতেন বিষনজরে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে সকলের মন জাতীয় ভাবনায় ভরে আছে। সেই শুভক্ষণেই নবজন্ম হল, একালের ভারতকলালক্ষ্মীর।

সেই সময়ে অবনীবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের একজন মেমসাহেব বন্ধুর কাছ থেকে তাঁর একটা অ্যালবাম পেলেন, তাতে ছিল খৃষ্টের জীবনের নকশা-চিত্রাবলী। একই সময়ে তাঁর এক আত্মীয় দেশী ছবির একটি অ্যালবাম পাঠালেন তাঁকে— সেটা ছিল পাটনা স্কুলের নকশা-করা।

এ দুটো পেয়ে তিনি লেগে গেলেন দেশী পদ্ধতিতে কৃষ্ণের জীবনচিত্র আঁকতে। সেসব মূল্যবান ছবির অধিকাংশ বর্তমানে রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহে আছে। সে সময়ের অনুভূতির কথা বলতেন তিনি, 'রোজই আরম্ভ করতুম ছবি; রাত্রে স্বপনের মতো দেখে রাখতুম। আর সকালে এঁকে শেষ করতুম।' সেইসব ছবির সঙ্গে পরিচয়ে, বৈষ্ণব পদাবলীর পদাংশ জুড়ে জুড়ে দিতেন। পরিচয়ের বাংলা হরফ লেখা হত— পার্শিয়ান কায়দায়।

অবনীবাবু বুদ্ধচরিতের উপর অনেক ছবি এঁকেছিলেন। বুদ্ধ সুজাতা, বজ্রমুকুট— এসব আঁকলেন ঋতুসংহার থেকেও ছবি করলেন পাঁচ-ছ খানা। প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে অনেক ছবি।

এই সময়ে এসে গেলেন জাপানী শিল্পীরা। ওকাকুরার লোক সব আসতে লাগলেন। হিসীদা, টাইকান এলেন। ফলে, অবনীবাবুরও স্টাইল কিছু বদলে গেল। জাপানী পদ্ধতিতে মেঘদূতের ছবি আঁকলেন অবনীবাবু। বকের পাঁতি, গান্ধর্বের আকাশপথে গমন— এইরকম পাঁচ-ছ খানা ছবি আঁকা হল ওঁর, নূতন স্টাইলে। তবে

একটা কথা জোর দিয়ে বলি, মনে রেখো, অবনীবাবু জাপানী স্টাইলে ছবি আঁকলেন বটে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতিতে ওদের পদ্ধতি মিশিয়ে দিলেন। ফলে, ভারতশিল্পের ধারা খানিক প্রসারিত হয়ে গেল।

অবনীবাবুর হাতে ক্রমশ এই পদ্ধতিরও বদল হতে লাগল। স্বদেশী যুগে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি আঁকলেন। বঙ্গমাতার ছবি আঁকা হয়েছিল ওয়াশে। সেই বছর টাইকান চলে গেলেন জাপানে। আমি তখন গেছি আর্টস্কুলে। তখনও দেখা হয় নি আমার, অবনীবাবুর সঙ্গে। আমি যখন আর্ট স্কুলে ভর্তি হই, অবনীবাবু তখন বঙ্গমাতার ছবি ফিনিশ করেছেন। কিন্তু সে ছবিখানা দুটুকরো হয়ে গেছে— মধ্যিখানের ভাঁজে ক্র্যাক হয়েছে। জাপানী পদ্ধতি আর তাঁর অনুসৃত আগের পদ্ধতি মিলিয়ে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি করেছিলেন।

এই পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেন ওমর খৈয়মের চিত্রাবলীতেও। সে অদ্ভুত এক স্টাইল।

সব সময়ই একটা স্ট্রাগল্ দেখেছি তাঁর মনে; এবং বারবার তা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। একঘেয়েমি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না কিছুতেই। বিশেষ ক'রে, তাঁর আগেকার আঁকা বিলেতী স্টাইল যখন এসে পড়ত, সেটা অতিক্রম করতে গিয়ে, তিনি নানা পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন।

অবনীবাবু আগে বিলাতী স্টাইলে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। প্যাস্টেল, ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং— এই সবে তাঁর হাত পেকেছিল। সেই সঙ্গে মিশল তার নিজের স্টাইল। জাপানী স্টাইল, তিব্বতী স্টাইল, পার্শিয়ান স্টাইল— এইসব। সব মিলেছিল— অদ্ভুত রকমে তাঁর তুলিতে।

মাঝে মাঝে ওলোট-পালটও হয়ে যেত। এই যেমন, প্রথম আরম্ভ করলেন উনি, দেশী পদ্ধতিতে আঁকতে। অথচ কম ক'রে পাঁচ-ছ খানা ছবিতে অয়েল পেন্টিং প্যাস্টেল ইত্যাদি স্টাইলের আদল এসে গেল। তাঁর এক-একটা সিরিজের ছবিতে দেখা যায়, নানা ভাবের মিশ্রণ।

যাই হোক বিলিতী চীনে জাপানী মোগল— এইসব পদ্ধতি নিয়ে হল ভারতশিল্পের রেনেসাঁর চেহারা।

আমরা মুগ্ধ হলুম; কিন্তু অবনীবাবুর স্টাইল নিতে পারলুম না।

আমাদের ঝোঁক হল, অজন্তার দিকে। কাঙ্গড়া, রাজপুত— এইসবও করতে লাগলুম।

আমাদের ছবি জাপানে গেল এক্‌জিবিশনে। ওরা ঐসব ছবি দেখে খুব নিন্দে করলে। জার্মানীতে গেল। ওরাও আমাদের ছবির নিন্দে করলে। জার্মানরা বললে,

ছবি ভালো, তবে হাত বড় উইক; আর মোগল রাজপুতের মতো রঙেরও জেল্লা নাই। বিলিতী রং দিয়ে আঁকার দরুন ম্যাজ্‌মেজে।

এসব শুনে তখন আমাদের সোসাইটির উডরফ, ব্লান্ট্ প্রমুখ সদস্যরাও বললেন, দিশী পদ্ধতিতে আঁকা শুরু করো। দিশী ছবি সব আমাদের গ্যালারীতে টাঙিয়ে দেওয়া হল। মোগল কাঙ্গড়ার ছবিও টাঙানো হল। আমরা কিছু কিছু কপিও করেছিলুম।

বিচিত্রায় কম্পো আরাই জাপানী পদ্ধতিতে আমাদের শেখাতে আরম্ভ করলেন— সে কালি-তুলির কাজ। দেশী পদ্ধতিতে ঈশ্বরীপ্রসাদ শেখাতে লাগলেন আর্ট স্কুলে।

বিদেশে এইরকম বিরূপ সমালোচনার ফলে, আমরা আমাদের পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে গেলুম। এইবাবে আমরা সব পুরাতন পদ্ধতি শিখতে লাগলুম। তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা হল, বিদেশী ছবির অনুকরণ করব না; মন থেকে ঝেড়ে ফেলব সেসব।

পুরাতন-পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় না থাকায়, নিজস্ব ধারায় আমাদের ছবি হতে লাগল। তবে আমাদের ঐতিহ্যের ধারা খুঁজে পেতেও খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। আমি আরম্ভ করলুম, আমাদের পৌরাণিক ধারায় ছবি আঁকতে। অবনীবাবু করতেন নানা পুরাণ সংস্কৃতকাব্য আর ইসলামি কাহিনী কেচ্ছা থেকে রাজা-বাদশাদের ছবি— এসব উনি করতেন অতি অদ্ভুতভাবে। সেটা আমরা পারি নি। অবনীবাবু বলতেন, 'তোমরা পারবে না এসব ছবি করতে।— এই রকম মোগলাই কায়দায় ছবি তোমাদের হবে না। আমাদের বংশের মধ্যে পিরিলী ধারায় আছে এই কায়দা।— তোমরা করো স্রেফ দেশী ছবি।

অবনীবাবু নানা বিচিত্র বিষয় আত্মসাৎ করেছিলেন। আমরা তা পারি নি। কিন্তু আমরা যা পেলুম, সে হল— নিজ ধারার বৈশিষ্ট্য। আমার ধারা অবনীবাবুর মতো হল না; সে ধারা মোগল পদ্ধতিও নয় পার্শিয়ান পদ্ধতিও নয়। — অজন্তা, রাজপুত আর দেশী পদ্ধতি মিলিয়ে এ হল আমার নিজস্ব ধারা— আমার গুরু অবনীবাবুর থেকে আলাদা।

আর রং খুঁজেছি সব সময়। মোগলদের মতো ব্রাইট রং করা যায় কি ক'রে, সে চিন্তা আছে বরাবর। কালি দিয়ে করেছি লাইনের ছবি, চীনেদের মতো। এটা করতে গিয়ে, চীনে আর পার্শিয়ান কালি-তুলির কাজে হাত শক্ত করতে হয়েছে। আর করা হল— ইন্ডিয়ান স্কাল্‌পচারের আদর্শে অলংকরণের ছবি।

যাই হোক, গুরুর কথা বলতে গিয়ে নিজের কথাও এসে যাচ্ছে। আজ আর থাক্। গুরু আমার গৌরবিত— চার কাল ধরেই।

শ্রুতিলিখন-শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২-৩ কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক